মেয়র লোকমান হত্যাকাণ্ড

দু'তিন দিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে সবকিছু

সরকার আদম আলী নরসিংদী থেকে : নরসিংদীর মেয়র লোকমান হত্যা মামলায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতারকৃত হাজী ফারুক, সবুজ ও শাহীনকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। গতকাল রোববার ডিবি পুলিশ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আসামিদের হেলমেট ও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে হত্যা ও অস্ত্র মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে নরসিংদীর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তাদের ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর মধ্যে হাজী ফারুক, সবুজ ও শাহীনকে হত্যা মামলায় ১০ দিন এবং সবুজ, শাহীন ও নাসিরকে ৪ দিন করে রিমান্ড দেয়া হয়েছে। হত্যা মামলায় গ্রেফতারের পর সবুজ, শাহীন ও নাসিরের স্বীকারোক্তি মতে একটি অবৈধ পিস্তল উদ্ধার হওয়ায় ডিবি পুলিশের এসআই আবুল কালাম আজাদ তাদের বিরুদ্ধে ১৯৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯ (৩) ধারায় একটি মামলা করেন। এছাড়া রিমান্ডে নেয়া আসামিদের পরিচয় জানা গেছে। হাজী ফারুকের বাড়ি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার দুর্গাপুর সিংহনগর গ্রামে। সে একই গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে। সে ঢাকার সূত্রাপুর থানার ওয়ারী এলাকা ফোল্ডার স্ট্রিটের ১/১নং বাড়িতে বসবাস করত। তার বিরুদ্ধে ঢাকার বিভিন্ন থানায় খুন, ডাকাতি ও চাঁদাবাজি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মাহফুজ হোসেন তাওয়া ওরফে সবুজের বাড়ি নরসিংদী শহর এলাকার দক্ষিণ পুরানপাড়া গ্রামে। সে এ গ্রামের রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়ার ছেলে। সবুজ একজন পেশাদার অপারাধী। তার বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি ও চাঁদাবাজি মামলা রয়েছে। সবুজ নরসিংদীর গাবতলীর বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাছেদ হত্যা মামলার আসামি। ডাকাতি করতে গিয়ে সে মুক্তিযোদ্ধা বাছেদকে গুলি করে হত্যা করে। এ মামলায় সে পলাতক ছিল। তার গডফাদার হচ্ছে স্থানীয় একজন সাবেক পৌর কমিশনার। এ পৌর কমিশনার তাকে বডিগার্ড হিসেবে ব্যবহার করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃত শাহীনের বাড়ি নরসিংদী শহর এলাকার ঘোড়াদিয়া সাঁকোরঘাট। সে একই এলাকার রৌশন আলীর ছেলে। তার পিতা একজন ডাকাত বলে পুলিশ জানিয়েছে। এছাড়া অস্ত্র মামলায় গ্রেফতারকৃত নাসিরের বাড়িও ঘোড়াদিয়া সাঁকোরঘাটে। তার পিতার নাম আব্দুল মান্নান। তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। বলা বাহুল্য, গত শনিবার সবুজ ও শাহিনকে গ্রেফতারের সময় পুলিশ একটি পিস্তল উদ্ধার করে। এ পিস্তলটি লোকমান হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ খতিয়ে দেখছে ডিবি। এর আগে ভেলানগর এলাকা থেকে আরও একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছিল। এ পিস্তলটিও লোকমান হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে বলে পুলিশ ধারণা করেছিল। এতদ্বার্থে পিস্তলটির টেকনিক্যাল পরীক্ষার জন্যও পাঠানো হয়েছিল। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এর কোন ফলাফল জানা যায়নি।

এদিকে সর্বশেষ গ্রেফতারকৃত ৩ জন আসামিকে নিয়ে লোকমান হত্যা মামলায় গ্রেফতার ও রিমান্ডের আসামির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ জনে। তবে এজাহারভুক্ত আসামির সংখ্যা মাত্র ১ জন। এজাহারভুক্ত আসামি আশরাফুল সরকারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। হত্যাকাণ্ডের ২০ দিনের মধ্যে ৯ নভেম্বর থেকে আসামি গ্রেফতার শুরু হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত ১ জন আসামির মুখ থেকেও ১৬৪ ধারার জবানবন্দি আদায় করতে পারেনি পুলিশ। রচনা শুরু করতে পারেনি মামলার প্রসিকিউশনের ভিত। তবে নরসিংদীর নবাগত পুলিশ সুপার খন্দকার মুহিদ উদ্দিন বলেছেন ২-৩ দিনের মধ্যেই লোকমান হত্যাকাণ্ডের সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। সবকিছুই জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে।

গতকাল রোববার মামলার বাদী মেয়রের ছোট ভাই কামরুজ্জামান মামলার তদন্তের অগ্রগতি ও আসামি গ্রেফতার প্রসঙ্গে জানার জন্য পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করলে তিনি এসব কথা বলেন। পুলিশ সুপার বাদীকে এই বলে আশ্বস্ত করেন, লোকমান হত্যা মামলার তদন্ত কার্যক্রম স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তদারকি করছেন। এতে নয়ছয় হওয়ার কোন সুযোগ বা আশংকা নেই। তবে তিনি মন্ত্রী রাজুর ভাইকে গ্রেফতার প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। রোববার বিকালে বাদী কামরুজ্জামানের সাথে মোবাইলে কথা বলার সময় তিনি ইনকিলাবকে এ তথ্য জানান। বাদী বলেন, নরসিংদীতে এমন লোকের সংখ্যা কম যারা মন্ত্রী রাজুর কুকীর্তি সম্পর্কে জানে না। সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে, মন্ত্রী রাজু ও তার ভাই বাচ্চুই

মেয়র লোকমান হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী। নরসিংদীর জনগণ বিশ্বাস করে যে রাজু মন্ত্রী থাকা অবস্থায় মামলার তদন্ত কার্যক্রম নিরপেক্ষ হবে না। মামলার তদন্তের স্বার্থে মন্ত্রী রাজুর পদত্যাগ এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার জরিপ করে দেখুক মানুষ রাজুর পদত্যাগ চায় কি না। সাংবাদিকরা মানুষের সাথে কথা বলে জেনে নিক এটা শুধু মেয়র পরিবারের দাবি নয়। মন্ত্রী রাজুর পদত্যাগের দাবি নরসিংদীর গণমানুষের দাবি। এদিকে মেয়র লোকমান হত্যা মামলার তদন্ত কার্যক্রম নিয়ে জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি এখনো দূরীভূত হচ্ছে না। দূরীভূত হচ্ছে না তথ্য বিভ্রাট। হত্যাকাণ্ডের পর গত ২০ দিনে মাত্র একজন এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ বলছে তদন্ত অনেকদূর এগিয়েছে। মামলার তদন্তের গতি কোনদিকে ধাবিত হচ্ছে তা নিয়ে নরসিংদীর রাজনৈতিক মহলে চলছে আলোচনা ও সমালোচনার ঝড়। আইনজীবীরা বলছে এ মামলার ভিত্তি হচ্ছে ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তি। এ স্বীকারোক্তি ছাড়া মামলার প্রসিকিউশন তৈরি করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তারা বলছে, পুলিশের টার্গেটও আসামিদের স্বীকারোক্তি। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৫ জনই এজাহারবহির্ভূত আসামি। তাদের স্বীকারোক্তি বাদীর এজাহারের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তা নিয়ে শংকার সৃষ্টি হয়েছে মেয়রের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে। মেয়রের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানিয়েছেন, আসামি গ্রেফতারের পর থেকেই মন্ত্রী রাজুর ভাই সালাহ উদ্দিন বাচ্চুর স্ত্রী নাসরিন সুলতানা হেনা ওরফে বুলবুলি কালো গ্লাসের গাড়ি নিয়ে নরসিংদী শহরে ঘুরাফেরা করছেন। তিনি কালো কাপড় পরিহিত অবস্থায় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করছেন। মেয়র পরিবার আশংকিত, বাচ্চু পত্নী বুলবুলি ভাসুর-স্বামীর প্রভাব খাটিয়ে আসামিদের সাথেও দেখা করে থাকতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আসামিদের স্বীকারোক্তি থেকে মন্ত্রীর ভাই সালাহ উদ্দিন বাচ্চু ও এপিএস মুরাদের নাম বাদ পড়ে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। সচেতন রাজনীতিকরা বলছেন, হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ ২০ দিনেও যেখানে মন্ত্রীর ভাই ও এপিএস গ্রেফতার হয়নি সেখানে তদন্ত কতটুকু নিরপেক্ষ হবে তা বলাই ভার। এছাড়া মন্ত্রী রাজু, তার আত্মীয়-স্বজন এবং আওয়ামী লীগের কিছু কেন্দ্রীয় নেতা ঢাকায় এই মর্মে গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রচারণা চালাচ্ছে, মন্ত্রীর ভাই লোকমান হত্যার সাথে জড়িত নয়। এ কথাটি অনেক রাজনীতিকের মুখ থেকে কয়েকবার ফাঁস করে বেরিয়েও গেছে। তারা আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দকে লোকমান হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। অপরদিকে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন, লোকমান হত্যাকাণ্ডের সুযোগে একটি স্বার্থান্বেষী মহল ঘোলা পানিতে মাছ স্বীকার করার পাঁয়তারা করছে। এ মহলটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতাকর্মীদের মামলায় জড়িয়ে পুলিশ দিয়ে হয়রানি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা তদন্তের গতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টায় সাংবাদিকদের ভুল তথ্য পরিবেশন করছে।

মতিন সরকারের ভাইয়ের সংবাদ সম্মেলন

লোকমান হত্যাকাণ্ডের ২০ দিন পর সংবাদ সম্মেলন করেছেন এজাহারভুক্ত দুই সহোদর আসামির ভাই আলহাজ মাওলানা শওকত হোসেন সরকার। গতকাল রোববার বিকালে সিএন্ডবি রোডের অফিসে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মাওলানা শওকত বলেন, দুইবারের নির্বাচিত সাবেক পৌর চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আলহাজ আঃ মতিন সরকার ও তার ছোট ভাই আলহাজ আশরাফ সরকারকে একটি ষড়যন্ত্রকারী মহল বাদী ও তার পরিবারকে ভুল বুঝিয়ে মেয়র লোকমান হত্যাকাণ্ডে আসামি করিয়েছে। আমার পিতৃতুল্য বড় ভাই মতিন সরকার ও ছোট ভাই আশরাফুল সরকার সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং নিরপরাধ। তারা কোনক্রমেই লোকমান হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত হতে পারে না। আমাদের পরিবার একটি ধর্মভীরু সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার। এ মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা থেকে তার ভাইদেরও নাম প্রত্যাহারসহ তার ছোট ভাই আশরাফ সরকারকে মুক্তির দাবি জানান। তিনি বলেন, মেয়র লোকমানের সাথে তার পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি পৌরসভা ওয়াটা প্লান্ট নির্মাণের জন্য তাদের একশ’ বছরে লিজপ্রাপ্ত জায়গা থেকে পৌরসভার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বাস্তবায়নের জন্য যতটুকু জমি প্রয়োজন ছিল তা স্বইচ্ছায় জনকল্যাণের স্বার্থে পৌর সভাকে দেয়া হয়েছে। এতে আমরা সবাই সন্তুষ্ট। কিছু সংবাদ মাধ্যমে ওয়াটার প্লান্ট নিয়ে মেয়র লোকমানের সাথে মতবিরোধের মিথ্যা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মেয়র জীবিতকালে তার পরিবার তাকে সব প্রকার সহযোগিতা করেছে। জীবদ্দশায় তার ও তার পরিবারের সাথে আমাদের সুন্দরতম সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অথচ তার মৃত্যুর পর তার ভাইদের মামলায় জড়ানো অত্যন্ত দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি তার মামলার থেকে আব্দুল মতিন সরকারকে পরিত্রাণ ও আশরাফুল সরকারকে অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নরসিংদী

পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান আবুল হায়াত সরকার। উপস্থিত ছিলেন মতিন সরকারের ছেলে রায়হান হোসেন সরকার। সংবাদ সম্মেলনে রায়হান হোসেন সরকার কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমার পিতা ও আমার ছোট চাচার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত থানায় কোন অপরাধের অভিযোগে মামলা থাকা তো দূরের কথা একটি জিডিও হয়নি। সে তার পিতা ও চাচার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। পাশাপাশি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করে বিচারের দাবি পেশ করে।

প্রতিবাদ সভা

গতাকাল রোববার সন্ধ্যায় লোকমান হত্যার প্রতিবাদে নরসিংদী শহরের ভাগদী এলাকায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন, আব্দুস সালাম খন্দকার। বক্তব্য রাখেন, নরসিংদী পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র জহিরুল ইসলাম জহির, কাউন্সিলর মোবারক হোসেন, জাতীয় পার্টির সভাপতি আলহাজ সফিকুল ইসলাম, মেয়র লোকমান হোসেনের ছোট ভাই নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও নরসিংদী সরকারি কলেজের ভিপি শামীম নেওয়াজ প্রমুখ। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা মেয়র লোকমান হোসেন হত্যার পরিকল্পনাকারী ও হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

××××××××